দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 11 JAN 1996
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স?

সাঈদ-উর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবছর তার পঁচাত্তর বছর বয়স অতিক্রম করছে। এই বছরে একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক সংস্কার করা হয়েছে সাবসিডিয়ারী প্রথা তুলে দিয়ে অধীত বিষয়গুলোকে অনার্স বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় পূর্বক 'সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি' চালু করে। আরেকটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার-প্রস্তাব হচ্ছে চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা। বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হয়ে আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। যদি আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ থেকে এটি প্রবর্তিত হবে।

সংস্কারের উদ্যোক্তা উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের দুটো বক্তব্য পাওয়া গেছে এ ব্যাপারে-একটি ১৯৯৪-৯৫ সালের একাডেমিক ক্যালেন্ডারের মুখবন্ধে; অপরটি ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসের 'বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস' নামক পত্রিকায় প্রদত্ত তাঁর সাক্ষাৎকারে। প্রথমটিতে তিনি লিখেছেন ঃ 'উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার লক্ষ্যে আমরাও অনার্স কোর্স চার বছর এবং মাস্টার্স এক বছর; অথবা অনার্স পর্যায়ে তিন বছর এবং মাস্টার্স-এ দু'বছর করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছি। এটি সম্ভব হলে, আমাদের শিক্ষার মান উন্নত হবে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ডিগ্রী সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।" দ্বিতীয়টিতে তিনি বলেছেন ঃ "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এখন সর্বত্র স্বীকৃত হচ্ছে না। এ অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ কারণে আমরা আগামী সেসন থেকে চার বছরের অনার্স কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স অথবা তিন বছরের অনার্স কোর্স ও দুই বছরের মাস্টার্স কোর্স খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। ফলে আমাদের ডিগ্রী ভবিষ্যতে বিশ্বমানের ডিগ্রীতে পরিণত হবে।" একই পত্রিকার একই সংখ্যায় কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক আমিনুল ইসলামও মন্তব্য করেছিলেন। মুদ্রণ বিভ্রাটের কারণে বাক্যবিন্যাসে ত্রুটি থাকায় তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট হয়নি। তিনি বলেছেন ঃ "আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ৪ বছরের অনার্স কোর্সকে কত দ্রুত ও সাফল্যের সাথে চালু করা যায় সে ব্যাপারে আমার চিন্তাভাবনা রয়েছে। কারণ আধুনিক বিশ্ব যে পদ্ধতিতে চলছে, আমরা সে-স্রোতের বাইরে থাকতে পারি না।"

প্রস্তাবিত পরিকল্পনার সারমর্ম হচ্ছে-ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর মাস্টার্স ডিগ্রীপ্রাপ্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের বর্তমানের চার বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর পড়ানো, সেটা বিন্যস্ত হবে ৩+২ অথবা ৪+১ পর্যায়ে। প্রস্তাবকরা এর দ্বারা দুটো লক্ষ্য অর্জন করার আশা করছেন ঃ শিক্ষার মান উন্নত করা এবং ডিগ্রীর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হওয়া। বলা হচ্ছে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করার পর ২+৫=৭ বছর পড়তে হয় মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের জন্য; বাংলাদেশে ২+২+২=২+৩+১=৬ বছর পড়তে হয়। ফলে বাংলাদেশ থেকে যারা সেসব দেশে আরও উচ্চ ডিগ্রী নিতে যান, তাদের অবমূল্যায়ন করা হয়, অথবা অতিরিক্ত এক বছর পড়াশোনা করতে হয়।

উপাচার্য মহোদয় এই দুই যুক্তির অতিরিক্ত কোন যুক্তি দেখাননি। এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি রয়েছে, সেগুলোর সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতি বদল করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তিনি বিবেচনা করছেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট মনে করে; আমরা প্রথমে দেখতে চাই জাতীয় প্রেক্ষাপটে।

এক ॥ বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে আরও দশ-বারোটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলোতে প্রচলিত পদ্ধতিই প্রচলিত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এককভাবে নতুন নিয়ম চালু করলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রদত্ত ডিগ্রীর সঙ্গে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। আমরা বিদেশের সঙ্গে বৈষম্য নিরসন করতে গিয়ে সবদেশের ভেতরে তারতম্য সৃষ্টি করে ফেলব, সেটা সুবিবেচনার কাজ হবে কিনা চিন্তা করা আবশ্যক।

দুই ॥ বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই একটি অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করার জন্য আন্দোলন করছে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা (মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, ক্যাডেট কলেজ, প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক পদ্ধতি ইত্যাদি) চালু থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অভিন্ন ব্যবস্থাই ছিল। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা প্রবর্তিত হলে সেটা ব্যাহত হবে। আর আমরাত সবাই জানি যে একেক ব্যবস্থা একেক ধরনের মনুষ তৈরি করে। আমরা জেনেশুনে সে কাজে উদ্যোগী হব কিনা ভেবে দেখা দরকার।

তিন ॥ মনে করা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এককভাবে চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স পদ্ধতি গ্রহণ করে নিল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সেধরনের সিদ্ধান্ত না নিলে ডিগ্রী লাভের ক্ষেত্রে ঢাকার ছেলেরা সব সময় এক বছর পিছিয়ে যাবে। তারা পিছিয়ে যাবে জীবনযুদ্ধেও। পাস করার পর আসে জীবিকার্জনের প্রশ্নটি। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা এক বছর আগে চাকরি পাবে। এমন ধরনের হাসিউদ্রেককারী অথচ করুণ ঘটনা ঘটেছে কোন কোন জায়গায়। ধনী অভিভাবকের ছেলে ভারত থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়ে দেখছে যে তারই সতীর্থ তার সামনে বেঞ্চে বসে রয়েছে। সেশনজটের কারণেই সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে; অথচ আমরা বর্তমানে শান্ত মস্তিষ্কে একই ঘটনা ঘটানোতে লিপ্ত হয়েছি।

চার ॥ মাস্টার্স ডিগ্রী লাভের পর যাঁরা বিদেশে আরও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য যান ও অসুবিধায় পড়েন, প্রধানত তাঁদের বিষয়টি মনে রেখেই এই প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কত জন? প্রতি বছর যদি পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী নেয়, তাহলে তাঁদের সংখ্যা হবে বড়জোর পঞ্চাশ। এই পঞ্চাশ জনের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বাকি চার হাজার নয়শত পঞ্চাশ জনের মুখে বিষণ্ণতা আনয়নের ও অভিভাবকদের বছরে বাড়তি পনের থেকে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করার কোন নৈতিক ভিত্তি আছে কি? এই দিকটিও সক্রিয় বিবেচনায় আনা আবশ্যক।

পাঁচ ॥ পৃথিবীর সর্বত্র চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে বলে একটি কথা বলা হয়। এটা আংশিক সত্য। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ব্যবস্থা চালু হলেও অনেক বনেদী বিশ্ববিদ্যালয় সাবেকী নিয়মেই চলে। আসলে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য তার তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স, টিউটরিয়াল পদ্ধতি ও আবাসিক ব্যবস্থা। এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য গত পঁচাত্তর বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, এবং সেভাবেই দেশে-বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। এর সুফল সারা সমাজ ভোগ করছে। সেই বৈশিষ্ট্য শিথিল হয়ে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান হ্রাস পেয়েছে। যদি ছাত্রাবাসগুলো নিয়ন্ত্র পড়ুয়াদের নিরাপদ নিবাস হয়, যদি অনুশীলনী ব্যবস্থা জোরদার হয়, যদি সিলেবাস সমকালীন হয়, তাহলে তিন বছরের অনার্স কোর্সই সুফল দেবে। অন্য সব কিছু ধ্বংস করে শুধু চার বছর করলে শিক্ষাও যাবে; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা নষ্ট হবে। ছাত্র রাজনীতিতে অনেক আদু ভাই আছেন; তাদের সংখ্যা অন্যত্র না বাড়ানোই ভাল।

ছয় ॥ এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ার পথ রুদ্ধ হবে। কারণ নতুন ব্যবস্থায় এমএ প্রিলিমিনারী কোর্স থাকবে না। আসলে, ভেতরের বিষয় হল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনেকে এমএ প্রিলিমিনারী কোর্সকে বর্তমানে একটি উটকো ঝামেলা হিসাবে গণ্য করছেন। প্রতি বছর ১০% হারে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস করে ক্রমান্বয়ে একে তুলে দেওয়াই বর্তমানে অনুসৃত নীতি।

সাত ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছর ধরে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের ঝরে পড়ার মারাত্মক প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কোন কোন বিভাগে প্রতি বছর ১০-১৫% হারে ড্রপআউট হয়। ১২০ জন ছাত্র প্রতি বছর একটি বিভাগে ভর্তি হয়ে তিন বছরের মাথায় ৮০ জনে এসে টিকে; তিন বছরের অনার্সের বদলে চার বছর করলে সেই সংখ্যা ৬০-এ গিয়ে দাঁড়াবে।

শিক্ষার মান বৃদ্ধির বিষয়টি অবশ্যই জরুরী। তার জন্য দরকার লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরীকে আধুনিক করা, সিলেবাসকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা, শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা, ছাত্রাবাসগুলোকে নিরস্ত্র ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে আনা, নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী ক্লাস যাতে হয় তার প্রতি নজর রাখা, গবেষণাকে গুরুত্ব দেয়া, অনুশীলনী ব্যবস্থাকে জোরদার করা প্রভৃতি। তা না করে চার বছরের কোর্স প্রবর্তন করলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে।

লেখক ডঃ সাঈদ-উর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রফেসর এবং লেখক।